ভ্রূনহত্যা
কারণ ও প্রতিকার

ড: রযীউল ইসলাম নাদবী

অনুবাদ: মোঃ তাহেরুল হক

ভ্রূণহত্যা
কারণ ও প্রতিকার

মূল: ড: রযীউল ইসলাম নাদবী

অনুবাদ: মো: তাহেরুল হক

বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট

কলকাতা-১৩

প্রকাশক:
বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাষ্ট
২৭ বি লেনিন সরণী
কোলকাতা-৭০০ ০১৩

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০২১

বিনিময়: ১২ টাকা

মুদ্রণে: মিমঝিম বুক বাইন্ডিং
কলকাতা-৭০০০০৯

Vruno Hatya- Karon O Protikar
Dr. Raziul Islam Nadbi
Translated by: Md Taherul Haque
Published by: Bangla Islami Prakasani Trust
27B, Lenin Sarani, Kolkata-700 -013
Printed by: Mimjhim Book Binding
Kolkata-700 009
Price RS. 12/- only

ভুমিকা

বর্তমান সময়ে কেবল আমাদের সমাজে নয় বরং সারা বিশ্ব যে সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত তা হলো কন্যা- ভ্রুণহত্যা। কন্যা সন্তান জন্মানোর সাথে অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় , এই আশংকায় করা হচ্ছে তার জন্ম রোধ। নিত্য নতুন পন্থা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অভিনব যন্ত্র ও মেশিনের সাহায্যে কন্যা সন্তান চিহ্নিত হলেই তার ভ্রুণ শেষ করা হচ্ছে। নিষ্ঠুরভাবে মানুষ এই অপরাধ করেই যাচ্ছে। এটাও একবার ভাবে না যে, এর ফলে মারাত্মক ভাবে প্রসূতির শারীরিক ক্ষতি হচ্ছে। সুশীল সমাজ এটাকে রোধ করার বিষয়ে মহা চিন্তিত। সরকারী আইনে এর কড়া শাস্তির ব্যবস্থা থাকলেও কাজ হচ্ছে না। সরকারী ব্যবস্থাপনায় নানা পন্থায় উদ্যোগ নেওয়া সত্বেও রোগটা ক্যান্সারের ন্যায় বিস্তার করছে। সমাজ সভ্যতাকে খোলস করে ছাড়ছে। শত চেষ্টায়ও এই রোগের প্রতিরোধ হচ্ছে না।

এমন প্রেক্ষাপটে ইসলাম এই রোগ নির্মূল করার কার্যকর পন্থা দেখিয়েছে। বিষয়টির গভীরে গিয়ে মূল্যায়ন করে তার উৎস সন্ধান করেছে এবং তার কুফল সম্পর্কেও সতর্ক ক'রে প্রতিরোধের দিক নির্দেশনাও দিয়েছে। আসল কথা হলো , এমন জঘণ্য সামাজিক সমস্যার সমাধান কল্পে পূর্বেও সমাধান দিয়েছে এবং সম্পূর্ণ ভাবে সফল হয়েছে। তাই আজ এই মারাত্মক অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ইসলামের নীতিমালার দিকে তাকালে আসন্ন ফললাভ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে।

মো: তাহেরুল হক
(অনুবাদক)

সূচীপত্র

বিষয়	*পৃষ্ঠা*
প্রাকৃতিক নিয়মেই বংশ ধারা বৃদ্ধি পায়	৫
মানুষের কৃত্তিমতা প্রাকৃতিক বিধানে ভারসাম্য নষ্ট করে	৬
সমাজে নারীর মর্যাদা কম-ই	৭
কুরআন অবতরণের সমকালের অবস্থা	৮
কন্যাদের কবরস্থ করা বর্বরতা	৯
আধুনিক বর্বরতা	১০
বর্তমান আইনের অসারতা	১০
প্রতিরোধের ইসলামী পন্থা	১১
মানসিকতার উন্নয়ন	১১
দারিদ্রের আশংকার অবসান	১২
জীবন্ত কন্যাকে কবর দেয়া হারাম	১২
পরকালে কঠোর শাস্তির ঘোষণা	১২
সন্তান হত্যা না করার অঙ্গীকার নিতেন	১৩
কন্যাদের লালন পালন ও পাত্রস্থ করলে জান্নাত	১৪
কন্যাদের শিক্ষাদানের মর্যাদা	১৬

প্রাকৃতিক নিয়মেই বংশ ধারা বৃদ্ধি পায়

মানব প্রজন্মের ধারা, স্থায়িত্ব ও সুরক্ষা অব্যাহত রাখার জন্য আল্লাহ জোড়ার নীতি বজায় রেখেছেন। কেবল মানুষ নয় বরং প্রকৃতির সর্বত্র এই নীতি বিরাজমান। কুরআন বলে :

سُبْحَانَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

"মহান পবিত্র সেই সত্তা , যিনি সব রকমের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, তা যমীনের উদ্ভিদই হোক, অথবা তাদের নিজেদের প্রজাতি হোক, কিংবা সে সব জিনিস যা তারা জানেও না।" (সূরা ইয়া-সীন: ৩৬)

কুরআনের অন্যত্র আছে :

فَاطِرُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَٰمِ أَزْوَٰجًا ۖ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ

"আকাশমন্ডল ও যমীন সৃষ্টিকারী, যিনি তোমাদের স্বজাতীয়দের মধ্য হতে তোমাদের জন্য জুড়ি বানিয়েছেন এবং অনুরূপভাবে জানোয়ারের মধ্যেও জুড়ি বানিয়ে দিয়েছেন এবং এ ভাবেই তোমাদের বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তার করেন।" (সূরা-আস শূরা: ১১)

নারী পুরুষের যুগলে মানুষের পূর্ণতা পায়।তাদের যৌথ সমন্বয়ে বংশ বিস্তার ঘটে। বংশে পুত্র, পুত্রী, পৌত্রীসহ বংশ পরম্পরা ঘটে।এ ভাবে বংশ বাড়ে ও জনবসতির বিস্তার ঘটে। আল্লাহ বলেন :

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً

"আর তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের স্বজাতীয় স্ত্রী বানিয়ে দিয়েছেন এবং স্ত্রীদের থেকেই তোমাদেরকে পুত্র, পৌত্র দান করেছেন।" (সূরা নাহল: ৭২)

অন্যত্র আছে :

ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً

"যিনি তোমাদেরকে একটি 'প্রাণ' হতে সৃষ্টি করেছেন, তা হতে তার জুড়ি তৈরী করেছেন এবং এই উভয় হতে বহু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।" (সূরা নিসা: ১)

আল্লাহ মানব প্রজন্মের ধারা অব্যাহত রাখতে বিচক্ষণতার সাথে নারী পুরুষের সামঞ্জস্য বজায় রেখেছেন। এটাই তাঁর সৃষ্টি নৈপুণ্যের অসীম ক্ষমতার প্রকাশ। তিনি যাকে চান পুত্র দেন, যাকে চান কন্যা দেন, কাউকে দুটোই, আবার কাউকে বঞ্চিতও রাখেন। সর্বাবস্থায় নর-নারীর মধ্যে সমতা বজায় রাখেন। বাস্তবিকই আদিকাল থেকে কখনো এমন হয়নি যে, সবার কেবল পুত্র হচ্ছে কিংবা কেবল কন্যাই হচ্ছে। বৈবাহিক সম্বন্ধ গড়ার জন্য একটার অভাব হবে, এমন হয়নি। কুরআনের বিজ্ঞোচিৎ বর্ণনা যে :-

لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ.....
أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَٰثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

"আল্লাহ যমীন ও আকাশ মন্ডলের মালিক। তিনি যাই চান সৃষ্টি করেন, যাকে চান কন্যা সন্তান দেন, যাকে চান পুত্র সন্তান দেন। যাকে চান পুত্র-কন্যা উভয় রকমেরই সন্তান দেন। আর যাকে চান বন্ধ্যা করে দেন। তিনি সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়ে শক্তিমান।" (সূরা- আস শূরা :৪৯-৫০)

মানুষের কৃত্তিমতা প্রাকৃতিক বিধানে ভারসাম্য নষ্ট করে

আল্লাহ সুশৃংখল ও সুসম নিয়মের অধীন বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ যখনই তা লংঘণ করেছে , বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছে।

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ

"পানিতে এবং ডাঙ্গায় যে বিপর্যয় আসে, তা মানুষের কৃতকর্মের ফল।" (সূরা আর-রূম: ৪১)

প্রাকৃতিক সৃষ্টি নৈপুণ্যে মানুষ কৃত্রিম ভাবে যখন কিছু করতে গেছে, বিপর্যয়, বিশৃংখলা ও ভারসাম্যহীনতা লক্ষ্য করা গেছে। এর খেসারত দিতে হয়েছে মানবীয় সমাজকে।

কিছু দিন আগে জন সংখ্যার বিস্ফোরণ হচ্ছে বলে তাতে নিয়ন্ত্রণ টানার জন্য পরিবার পরিকল্পনার (family planning) স্কিম বানানো হলো। জন্ম নিয়ন্ত্রণের (birth control) আইন তৈরীও হলো। এখন আরো আগে বেড়ে লিঙ্গ নির্ধারণ (sex determination) করা শুরু হয়েছে। বোঝার চেষ্টা হচ্ছে, মাতৃ গর্ভে আছে পুত্র অথবা কন্যা সন্তানের ভ্রূণ? রিপোর্টে যদি দেখা যায় গর্ভে কন্যা সন্তান, তাহলে সত্বর গর্ভপাত (abortion) করে তার বাঁচার অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে চিরতরে খতম

(termination) করা হয়। এই দৃশ্য কোন এক দেশে নয় বরং সমগ্র বিশ্ব আক্রান্ত হয়েছে। সমাজ জীবনের জনসংখ্যার হার লক্ষ্য করলে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, যে কোন শহরে ছেলে মেয়ের আনুপাতিক হার অসামঞ্জস্য পূর্ণ। এই মুহূর্তে বিশ্বের জন সংখ্যার হারে প্রতি ১০০ মেয়ের ক্ষেত্রে ছেলের হার ১০৩- ১০৭ জন।

ফ্রান্সের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ্ ডেমোগ্রাফিক স্টাডিজ ২০০৫ সালের অক্টোবরে চিনে জনসমীক্ষার রিপোর্টে বলছে, ১০০ মেয়ের তুলনায় ছেলের সংখ্যা ১৩৪ জন। সার্ভে রিপোর্টের ফলাফলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, এমন ধারা অব্যাহত থাকলে ২০১৫ থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে চিনের অন্ততঃ আড়াই কোটি যুবকের পাত্রীর অভাবে বৈবাহিক সমস্যা হবে। জিনহুর সংবাদ সংস্থা জানাচ্ছে যে, ২০০৩- এ চিনের ২৪ টি শহরের পরিবার পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে পরিবারে কন্যা সন্তানের জন্য নগদ আর্থিক প্যাকেজসহ বিশেষ সুযোগ সুবিধার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই ঘোষণায় আগামী তিন বছরে ছেলে মেয়ের সংখ্যানুপাত ৮.১৩৩ থেকে ৬.১১৯ শতাংশের মধ্যে আনার লক্ষ্য স্থির হয়েছে। এমন পরিকল্পনা দেশের অন্যান্য রাজ্যে, শহরে এবং প্রদেশেও করার চিন্তা হচ্ছে। (পিটিআই,-নতুন দিল্লি-১৮আগষ্ট, ২০০৬)

ভারতে প্রতি দশ বছর অন্তর জনগণনা হয়। ২০০১ সালে জনসংখ্যা ছিল ১০২ কোটি ৭০ লক্ষ ১৫ হাজার। এর মধ্যে পুরুষ ৫৩ কোটি ১২ লক্ষ ৭৭ হাজার। নারী ৪৯ কোটি ৫৭ লক্ষ ৩৮ হাজার। তাহলে ১০০ পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা ৯৩ জন। ১৯৯১ সালে এই ব্যবধান আরো বেশী ছিল। (৭ই সেপ্টে: ২০০৬, রা: সাহারা) রাজ্যস্তরে দেখলে কয়েকটি রাজ্যেও এই ব্যবধান লক্ষ্যনীয়। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দিল্লি ও হিমাচল প্রদেশে এই ব্যবধান এমন যে প্রতি ১০০০ছেলের তুলনায় মেয়ের সংখ্যা ৭০০-৮০০ এর মধ্যে। পাঞ্জাবে ১৯৯১ সালের জনগণনায় ছিল ৮৭৫, যেখানে হ্রাস পেয়ে ২০০১ সালে হয়েছে ৭৯৩। এভাবে মহারাষ্ট্রেও ১৯৯১ সালে ছিল প্রতি হাজারে ৯৪৮ জন, সেখানে ২০০১ সালে তা হয়েছে ৯১৭ জনে। (নতুন দিল্লি, ২২আগষ্ট এবং ৭ই সেপ্টে: ২০০৬; রা: সাহারা) কোন কোন শহরে এই ব্যবধান আরো বেশী। রাজস্থানের জয়সলমীরে এই সংখ্যা হাজারে ৭৮৫। উত্তর প্রদেশের আগ্রা ও ফিরোজাবাদে -৮৮৭; এটাওয়ে- ৮৯১, মথুরা-৮৭২, হাথরসে-৮৮৬, আলীগড়ে-৮৮৫ জন। ছেলের সংখ্যায় মেয়ের হার এত কম হওয়ায় সমাজ বিজ্ঞানীগণ উদ্বিগ্ন এবং নানা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিচ্ছেও।

সমাজে নারীর মর্যাদা কম-ই

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় কন্যা সন্তানের গুরুত্ব কম থাকায় জন্মের পূর্বে তাদের

খতম করতে উদ্যোগী হচ্ছে। ছেলের তুলনায় মেয়ে অলাভজনক বিধায় পিতা মাতাও পেরেশান হয়। কন্যা সন্তানের লালন পালন অতঃপর বড় হলে বিবাহের ব্যবস্থাপনায় ব্যয় বহনে জটিল সমস্যা হয়। এ ছাড়াও কতক বাড়তি সমস্যা থাকে, যার জন্য পিতা-মাতাও জন্মের আগেই কেল্লা সাফ করতে চায়।

কন্যা সন্তানের আশংকা আজকের সমাজে নিছক নয় বরং প্রাচীন যুগেও ব্যাপক হারে ছিল। কুরআনে হযরত মারয়ামের মায়ের মানত হিসাবে উল্লেখ আছে যে, তার যখন জন্ম হয়, তখন তাকে হায়কালের (ধর্মীয় উপাসনালয়) -সেবায় উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত জানায়। কেননা তখন হায়কালের সেবা পুরুষরাই করতো। তাঁরও আকাঙ্খা ছিল পুত্র সন্তান লাভ করবে। কিন্তু কন্যা হওয়ায় ব্যথা ভরা কান্নায় বললেন:

رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أُنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَىٰ

"হে আল্লাহ, আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করেছি-আর কন্যা তো পুত্রের ন্যায় নয়।" (আলে ইমরান: ৩৬)।

কুরআন অবতরণের সমকালের অবস্থা

নবী ﷺ -এর জন্মের সমসময়ে আরবের অবস্থা ছিল এমনতর। মানুষ এটাকে ভারী বোঝা মনে করে, তার লালন পালনে করতো কার্পণ্য। আর্থিক সংকটের আশংকা তখন তাদের মনে দানা বাঁধতো। তারা মনে করতো, মেয়ে বড় হলে যথাযথ পাত্রের অভাবে মেয়েকে নিম্নমানের পাত্রস্থ করতে বাধ্য হতে হবে। ভয় হতো, হয়তো ডাকাত দল তাদেরকে ছিনতাই করে নিয়ে দাসী হিসাবে বিক্রি করে দেবে। তাই কন্যা সন্তানের জন্মানোর কারণে তাদের চেহারা হতো বিবর্ণ। তারা ভাবতে বাধ্য হতো যে, তার চেয়ে ভালো হয় গর্ত খুঁড়ে মাটিতে তাদের পুঁতে দেয়া। এই হীনমন্যতা ও নিম্ন মানের রুচির জন্য কুরআন বিস্তৃত আলোচনা করে বলেছে :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ.... تَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓ ۚ أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُۥ فِى ٱلتُّرَابِ

"অথচ যখন এদের কারো কন্য-সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ মন্ডল কালিমা লিপ্ত হয়ে যায়। আর তখন সে শুধু ক্রোধের রক্ত পান করে থাকে। লোকদের নিকট হতে মুখ লুকিয়ে ফেরে যে, এই খারাপ খবরের পর কেমন করে কাউকেও মুখ দেখাবে! সে চিন্তা করে যে, লাঞ্ছনা সহ্য করে কন্যাকে রেখে দেবে, না মাটিতে লুকিয়ে ফেলবে?" (সূরা আন-নাহল: ৫৮-৫৯)

প্রথম যুগের আরবরা ফেরেশতাদেরকে নিয়ে বলতো, ওরা আল্লাহর কন্যা সন্তান। তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসকে আল্লাহ খন্ডন করেছেন। (দ্রষ্টব্য-নাহল-৫৭; ইসরা-৪০; তূর-৩৯; নাজম-২) এক স্থানে তাদের বলা হয়েছে, তোমরা নিজেদের জন্য কন্যা সন্তান পসন্দ করো না, অথচ আল্লাহর জন্য কন্যা? কত নিকৃষ্ট তোমাদের রুচি! (যুখরুফ: ১৬-১৭) অন্যত্র বলা হয়েছে, তারা ফেরেশতা সৃষ্টি দেখেনি। তাহলে এমন মন গড়া কথা বলে কোন সাহসে?

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

فَٱسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ..... أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ إِنَٰثًا وَهُمْ شَٰهِدُونَ

"অতঃপর লোকদেরকে একটু জিজ্ঞাসাই করো, তোমাদের জন্য তো হবে অনেক কন্যা, আর তাদের জন্য হবে শুধু পুত্র সন্তানগণ ! আমি কি ফেরেশতাদেরকে বাস্তবিকই মেয়ে করে বানিয়েছি, আর এরা স্বচোখে প্রত্যক্ষ করে কথা বলছে? (সূরা সফফাত: ১৪৯-১৫০)

কন্যাদের কবরস্থ করা বর্বরতা

কন্যা সন্তান থেকে মুক্তি পেতে প্রাচীন বর্বর যুগে আরবের কোন কোন গোত্রে এমন লজ্জাকর নিষ্ঠুর প্রথা চালু ছিল। কন্যা ভুমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই তাদের খতম করার নানা কৌশল অবলম্বন করা হতো। নারী সন্তান-সম্ভবা হলে পূর্বেই একটা গর্ত খুঁড়ে রাখতো এবং কন্যা ভুমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই গর্তে ভরে দাফন করতো। (ইবনে আব্বাস)

কন্যা সন্তান হলেই তাকে মেরে কুকুরের সামনে ছুঁড়ে ফেলতো। (কাতাদা)

কোন পাহাড়ের চূড়ায় অথবা পানিতে ডুবিয়ে, না হলে যবাই করেও দিত। কোন কোন সময় কন্যা ভুমিষ্ঠ হলে কিছুকাল পর তাকে সাজ গোছ করে নিয়ে গিয়ে কোনও গভীর গর্তে ধাক্কা মেরে ফেলে মাটি চাপা দিত। (ফখরুদ্দীন ﷺ -র তাফসীর কাবীর এবং তাফসীর কুরতুবী)

সকল আরবীয় সমাজে এমন বদ্ অভ্যাস ছিল না বরং মুযের, তামীম, খাযাআ গোত্রের মধ্যে মাত্র এমন অভ্যেস বজায় ছিল। তবে এক শ্রেণীর সুশীল সমাজ এমন কুপ্রথা উচ্ছেদ করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমও করছিলেন। কোথাও কোন কন্যা সন্তান ভুমিষ্ঠ হলেই তারা নিজেদের তত্ত্বাবধানে নিয়ে যত্ন করতো। কোন কোন সময় অভিভাবকদের কিছু অর্থের বিনিময় দিতেও হতো। এমন ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সাঅসাঅ বিন নাজিয়া; যায়দ বিন আমর বিন নাওফল প্রমুখ। (তাফসীর কুরতুবী-৯/১১৬; বুখারী-আনসারদের মর্যাদা অধ্যায়- নং-৩৮২৮)

আধুনিক বর্বরতা

কন্যা হত্যার এই বর্বরীয় প্রথা কেবল প্রাচীন অজ্ঞ যুগেই ছিল এমন কথা নয়, বরং বর্তমান যুগেও আধুনিক নানা পদ্ধতিতে বহাল আছে। অনুন্নত দেশেও সেই প্রাচীন প্রথা বহাল আছে। তারা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার অপেক্ষায় থাকে। যদি পুত্র হয় তো উত্তম। অন্যথা কন্যা-সন্তান হলেই যে কোন ভাবেই খতম করা হয়। রাজস্থানের জয়সলমীরের গ্রাম দেওয়ার এক রিপোর্ট সামনে এসেছে। যাতে দেখা যাচ্ছে, বিগত এক শত বছরের মধ্যে কোন কন্যার বিয়ের বয়স পর্যন্ত বাঁচার ভাগ্য হয়নি। কন্যা-সন্তানের জন্ম তো হয়েছে কিন্তু তার জন্য মৃত্যু অবধারিত রয়েছে। পরিবার বা সমাজের চাপে নিজের মা-কেও এমন নিষ্ঠুর কাজ করতে হয়েছে। তারা দুধের সাথে আফিম মিশিয়ে দিত, কিংবা নাকে মুখে বালি ঢুকিয়ে দিত, কখনো মুখে বালিশ চাপিয়ে দিত, যাতে ভূমিষ্ঠ সন্তান আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে ঢলে যায়। (রা/সাহারা, নতুন দিল্লী-৯ সেপ্টেম্বর ২০০৬) আর উন্নত দেশে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয় না বরং মাতৃগর্ভে পরীক্ষা (scanning) করে জেনে যায়, গর্ভস্থ সন্তান পুত্র অথবা কন্যা। কন্যা হলেই গর্ভপাত ঘটানো হয়। নিত্যদিন সংবাদপত্রে দেখা যায় অপুষ্ট সন্তান নালায়, নদীর ধারে বা পুকুরে কিংবা কূয়া বা ঝোপের ধারে পড়ে থাকে।

বর্তমান আইনের অসারতা

মাতৃগর্ভে শিশু হত্যা বা ভ্রূণ হত্যার প্রতিরোধে বেসরকারী সংস্থাগুলো নানা ভাবে নিত্যদিন প্রচারাভিযান চালাচ্ছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সরকারী উদ্যোগে আইনও করা হয়েছে- national diagnostic technic regulation and Prevention of misuse act- যাতে বলা হয়েছে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে মেশিনের সাহায্যে ভ্রূণ চিহ্নিত করা বেআইনী। এই আইনের প্রক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টও কড়া ভাষায় শাস্তির কথা ব্যক্ত করেছে। তা সত্ত্বেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ফার্টিলিটি ক্লিনিক অবাধে চলছে। কোটি কোটি টাকার ব্যবসা চলছে। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় মাত্র দশ পনেরো হাজার টাকার বিনিময়ে বছরে পাঁচ থেকে সাত লাখ কন্যার গর্ভপাত করানো হয়। এভাবে হাজার কোটি টাকার ব্যবসা চলে। (নতুন দিল্লী, রা/সাহারা-৬ই জুন ২০০৬) মাঝে মধ্যে হঠাৎ ছাপা মেরে সংশ্লিষ্ট অপরাধী ও ডাক্তারকে গ্রেফতার করা হচ্ছে; জেল জরিমানা করা হচ্ছে। তবুও এমন পাপাচার রোধ হচ্ছে না। এর বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভবপর তো হচ্ছে না।

প্রতিরোধের ইসলামী পন্থা

ইসলামে শিশু ও ভ্রূণ হত্যা মহাপাপ। এর প্রতিরোধে নানা পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। প্রথমে মানুষের মন মানসিকতা তৈরী করার জন্যে যে যে কারণে এমন চিন্তা আসে, তার আশঙ্কা দূর করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, কন্যা সন্তান কল্যান ও সমৃদ্ধির প্রতীক। তাদের লালন পালন ও ভরণ পোষণে কল্যান নিহীত আছে। সামাজিক ভাবে এর প্রভাবও পড়ে। ইতিহাস সাক্ষী যে, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলাম ব্যাপকভাবে সাফল্য লাভ করেছে। এই পরিকল্পনার কয়েকটি দিক নিম্নে পেশ করা হচ্ছে।

মানসিকতার উন্নয়ন

ইসলাম সর্বপ্রথম মানুষের মন মানসিকতা তৈরী করার উপর জোর দেয়। কোন আইন গ্রহণ করার জন্য মানুষের মন তৈরী না হলে কখনো বাস্তবে তা কার্যকর হয় না। যে কোন আইনের বৈশিষ্ট্য ও তা না মানলে কি ক্ষতি হতে পারে সে সম্পর্কে সম্যকভাবে বোঝাতে না পারলে আইন মানানো যায় না। আরবরা তাদের কল্পিত উপাস্যদের সন্তুষ্টির জন্য তাদের আস্তানায় সন্তান উৎসর্গ করতো, এই কারণে কোন কোন গোত্রে শিশুর জন্মের আগে তাকে খতম করাও হতো। ইসলাম বললো, এ সব শয়তানী ও মুশরেকানা কাজ। এ সবই সমাজ ধ্বংসের কারণও।

وَقَالُواْ هَٰذِهِۦٓ أَنۡعَٰمٞ وَحَرۡثٌ حِجۡرٞ لَّا يَطۡعَمُهَآ إِلَّا مَن نَّشَآءُ بِزَعۡمِهِمۡ وَأَنۡعَٰمٌ حُرِّمَتۡ ظُهُورُهَا وَأَنۡعَٰمٞ لَّا يَذۡكُرُونَ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا ٱفۡتِرَآءً عَلَيۡهِ

"এমনি ভাবে তাদের শরীকরা বহু সংখক মুশরেকদের জন্য তাদের নিজেদের সন্তানকে হত্যা করার কাজকে খুবই আকর্ষণীয় বানিয়ে দিয়েছে, যেন তারা তাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত করে। এবং তাদের নিকট তাদের দ্বীনকে সন্দেহ পূর্ণ বানিয়ে দেয়।" (সূরা আনআম: ১৩৮)

এই প্রসঙ্গে কুরআন আগে গিয়ে বলে, এই লোকেরা নির্বোধ ও আহমকী কাজ করে নিজেদেরই ক্ষতি করছে। কেননা তারা জানে না, তাদের কোন সন্তান থেকে ভবিষ্যতে কতটা বেশী লাভবান হবে বা কার জন্য তার কল্যান ও সমৃদ্ধি ঘটবে। কিছু না জেনেই জন্মের পরও সন্তান হত্যা করা নির্বুদ্ধিতা নয় তো কি?

قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم

'নিশ্চিত ক্ষতির মধ্যে সেই সব লোক যারা নিজেদের সন্তানদেরকে মুর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে হত্যা করেছে।' (সূরা আনআম: ১৪১)

দারিদ্র্যের আশংকার অবসান

আরবের কতক গোত্র অভাব অনটনের কারণে কন্যা-সন্তানকে জীবন্তও মেরে ফেলতো। তাদের ধারণা যে এরা বড় হলে আয় করা দূরে থাক, বরং ব্যয় বাড়াবে। সমূহ ব্যয়ের বোঝা পিতাকে বহন করতে হবে। অথচ পুত্র-সন্তান তাদের উপার্জনের সহায়ক হয়। কুরআন স্পষ্টভাবে বলেছে, রিযক বা জীবিকার দায়িত্ব বা চাবিকাঠি কেবল আল্লাহর উপর নির্ভর করে। সৃষ্টির সকল প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব তার হাতে ন্যস্ত। কেউ যত শক্তিশালী হোক বা দুর্বল। জীবিকার সন্ধানে অসহায় অক্ষম হোক বা হোক সক্ষম- সবার জীবিকা জোটে তার ইচ্ছা-অনুমতির কারণেই। তিনি এক জনের জীবিকার জন্য পার্থিব আরেক জনের মাধ্যম করে দিয়েছেন। তাই এটাকে বোঝা মনে করে সন্তান হত্যা করা নির্বুদ্ধিতা ও মহাপাপ।

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُم مِّنْ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

"নিজেদের সন্তানকে দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করোনা, আমি তোমাদেরকেও আহার দিই; আর তাদেরও দেবো।" (সূরা আনআম: ১৫১)

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا

"নিজেদের সন্তানকে দারিদ্রের আশংকায় হত্যা করোনা। আমি তাদেরকে রেযক দেবো; এবং তোমাদেরকেও।" (সূরা ইসরা: ৩১)

জীবন্ত কন্যাকে কবর দেয়া হারাম

ইসলাম শিশুদের শিক্ষা ও লালন-পালনের বিষয়ে নিছক উৎসাহ দেয় তা নয়, বরং তাদের হত্যা করা সেই সকল পাপের সাথে যুক্ত যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-ﷺ হারাম করেছেন। হযরত মুগীরা বিন শো'বা রা বলেন:

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন পিতা-মাতার অবাধ্যতা, কন্যা-সন্তানকে কবর দেয়া ও অপব্যয় করা। (বুখারী-২৪০৮; ৫৮৭৫; মুস-৫৯৩)

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন: এ কাজকে রাসূল-ﷺ হারাম ঘোষণা করেছেন। (বু: ৬৪৭৩)

পরকালে কঠোর শাস্তির ঘোষণা

কেয়ামতের দিনে যখন মানুষের সকল কৃতকর্মের জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন এই নিকৃষ্ট কাজও জিজ্ঞাসিত হবে। কুরআন বলে, 'যখন জীবন্ত পুঁতে দেয়া

কন্যাদের জিজ্ঞাসা করা হবে কী অপরাধে হত্যা করা হয়েছিল? (তাকবীর-৭-৮)

و اذا الموءودة سءلت باي ذنب قتلت

যারা এমন ভাবে অন্যায় হত্যা করেছে, তাদেরকে এড়িয়ে পুঁতে দেয়া কন্যাদের অপরাধের কারণ জিজ্ঞাসা করায় আল্লাহর অত্যন্ত রাগ ও বিরক্তির কারণ প্রকাশ পাচ্ছে। যারা এমন হত্যা করে ঘৃণার কারণে তাদের সাথে কথাও বলবেন না। (তাফসীর কুরতুবী-১৯/২৩৩-৩৪; কাশশাফ-৪/২২২)

সন্তান হত্যা না করার অঙ্গীকার নিতেন

রাসূল-ﷺ সাহাবা কেরামগণের থেকে যে যে বিষয়ে বায়আতের শপথ নিতেন, তার মধ্যে সন্তান হত্যা না-করার শপথ নিতেন। নারী-পুরুষ উভয়কেই শপথ নেওয়াতেন। হোদায়বিয়ার চুক্তির (৬ হি:যীলক্বাদ) পর এবং মক্কা জয়ের পূর্বে (৮ম হি: রমযান) মক্কা থেকে কতক মহিলা হিজরত করে মদীনায় এলেন। আল্লাহ তাঁর নবীকে তাদের থেকে বায়আত নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এখানেও অন্যান্য কথার সাথে নিজেদের সন্তানদের হত্যা না-করার শপথ আছে। কুরআন বলে:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْـًٔا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَٰنٍ يَفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"হে নবী, তোমার নিকট মু'মেন স্ত্রীলোকেরা যদি এই কথার উপর বায়আত করার জন্য আসে এবং এই কথার প্রতিশ্রুতি দান করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যেনা-ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, নিজেদের সামনে কোন মিথ্যা দোষারোপ রচনা করে আনবে না এবং কোন স্পষ্ট পরিচিত ন্যায্য ব্যাপারে তোমার অবাধ্যতা করবে না, তবে তুমি তাদের বায়আত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফেরাতের দো'আ করো। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান।" (মুমতাহানা: ১২)

ইতিহাস বিবৃত যে, মক্কা বিজয়ের পর রাসূল-ﷺ হযরত উমার ﷺ-কে তাদের থেকে উক্ত বিষয় সমূহে তাঁর পক্ষ থেকে বায়আত নেওয়ার অনুমতি দিলেন। (ইবনে কাসীর-৩/৬০৩)

অন্য বর্ণনায় আছে, মক্কা জয়ের পর এক সময় ঐ আনসার মহিলাগণকে

একটা বাড়ীতে জমা হতে বলে তাঁর প্রতিনিধি হয়ে হযরত উমার ﷺ -কে ঐ দফা ভিত্তিক বায়আত নিতে বলেন। (মুওত্তা ইমাম মালেক- ৫/৮৫; ৬/৯০৪)

এ ভাবে তিনি পুরুষদের থেকেও বায় আত নিয়েছেন। হিজরতের পূর্বে ইয়াসরিব বা মদীনা থেকে যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিগণ হজ্জ উপলক্ষ্যে এসে আকাবা প্রান্তরে নবীর সাথে সাক্ষাৎ এবং বায়আত গ্রহণ করেন, তার মধ্যে ছিলেন হযরত ওবাদা বিন সামেত ﷺ ।

তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল-ﷺ আমাদের বললেন: তোমরা আমার কাছে অঙ্গীকার করো যে, আল্লাহর সাথে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যেনা করবে না, সন্তানদের হত্যা করবে না। হযরত ওবাদা ﷺ বলেন, উক্ত বিষয়ে আমরা চুক্তিবদ্ধ হলাম, কুরআনে বর্ণিত বিষয় গুলিতেও মহিলাদেরকেও একই ভাবে চুক্তিবদ্ধ করা হলো। আমাদের এই চুক্তি বা বায়আতকে 'বায়আতুন নেসা'-বলা হয়। (বুখারী ৩৭৯২; ৭২১৩; মুস: ১৭০৯)

কন্যাদের লালন পালন ও পাত্রস্থ করলে জান্নাত

যারা চিন্তা করে যে, কন্যা সন্তান বিপদের বোঝা, তাদের চিন্তায় বাড়ী মেরে বলা হয়েছে, না। কন্যা সন্তানই সৌভ্রাতৃত্বের প্রতীক। জান্নাত পাওয়ার মাধ্যমও। হাদীসে উল্লেখ আছে যে, কন্যা সন্তানের লালন-পালন ও ব্যয়-ভার বহন করে পাত্রস্থ করার কারণে জান্নাত লাভের সুসংবাদ আছে। এ রকম কয়েকটি হাদীস হলো-

হযরত আনাস বিন মালিক ﷺ বলেন : রাসূল-ﷺ বলেন ;

من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة انا و هو (و ضم اصابعه (مسلم

যে ব্যক্তি দুই কন্যার প্রতিপালনের পর পাত্রস্থ করে, সে জান্নাতে আমার নিকট সাথী হয়ে থাকবে। (মসলিম-২৬৩১)

অন্য বর্ণনায় আছে :

من عال جاريتين دخلت انا هو الجنة كهاتين (و اشار باصبعيه جامع (ترمذى

-যে দুটি কন্যা-সন্তানের লালন পালনের পর তাকে যথার্থভাবেই পাত্রস্থ করে, সে এভাবে আমার সাথে জান্নাতে যাবে-- বলে নিজের দুটি আঙুলের ইশারা করেন। (তিরমিযী-১৯১৪) হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন ,রাসূল-ﷺ বলেছেন :

ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن اليهما ما صاحبتاه او صاحبهما الا ادخلتاه الجنة (ابن ماجه.

যার দুটি কন্যা- সন্তান থাকে এবং তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ক'রে , এটা তার জান্নাত লাভের কারণ হবে। (ইবনে মাজা-৩৬৭০)

হযরত ওকবা বিন আমের রা বলেন , রাসূল-ﷺ বলেছেন :

من كان له ثلاث بنات فصبى عليهن واطعمهن و سقا هن و كسا هن من جدته كن اه حجابا من النار يوم القيامة (ابن ماجه/

যার তিনটি কন্যা-সন্তান থাকে এবং সে সবরের সাথে তাদের খাওয়া-পরা, ভরণ-পোষনের যত্ন নেয় -- কেয়ামতের দিনে তারাই তার জাহান্নামে যাওয়া রুখে দেবে। (ইবনে মাজা-৪/১৫৪)

হযরত আয়েশা ﷺ বলেন, একবার এক মহিলা তার দুই কন্যাকে নিয়ে আমার কাছে আসায় আমি তাকে একটি খেজুর দিই। মহিলা সেটি নিজে না খেয়ে অর্ধেক করে দুই কন্যাকে দিলেন। অতঃপর তারা চলে যায়। কিছুক্ষণ পর রাসূল-ﷺ এলে আমি বিষয়টা বললাম। শুনে তিনি বললেন :

من ابتلى من. هذه. البنات بشىء فاحسن اليهن كن له سترا من النار ((بخاري مسلم

'যারা ঐ কন্যা-সন্তানের জন্য কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়, তবুও সে তাদের প্রতি থাকে সদয়, ঐ সন্তানেরা তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবে।' (বু:১৪১৮; মুস: ২৬২৯)

অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত আয়েশা ﷺ -তাদেরকে তিনটি খেজুর দেয়। মহিলা দুটো খেজুর মেয়েদের দিয়ে একটি নিজে খেতে যাচ্ছিল। সেটাকেও মেয়েরা চাওয়ায় তাকে দু টুকরো করে মেয়েদের মধ্যে ভাগ করে দেয়। হযরত আয়েশা ﷺ বলেন, এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে। রাসূল-ﷺ এলে বিষয়টি তাঁকে জানাই। তিনি বললেন:

(ان الله قد اوجب لها بها الجنة او اعتقها بها من النار (مسلم.

'এই আচরণের কারণে আল্লাহ ঐ মহিলাকে জান্নাত ওয়াজিব করেছেন।' (মুস :২৬৩০)

কন্যাদের শিক্ষাদানের মর্যাদা

হাদীসে মেয়েদের শিক্ষা ও শালীনতা বোধে গড়ে তোলার জন্যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং তার মর্যাদাও বর্ণিত হয়েছে। তাই যিনি তাদের জাগতিক প্রয়োজন পূরণ করার সাথে সাথেই তাদের উত্তম আচরণ, চারিত্রিক সংশোধন ও মানবিক গুণাবলীতে ভূষিত করে গড়ে তোলে, সে অবশ্যই তার জান্নাত প্রাপ্তির নিশ্চয়তা লাভ করে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীস লক্ষ্য করার মতো।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, রাসূল-ﷺ বলেছেন:

من عال ثلاثة بنات فادبهن وزوجهن واحسن اليهن فله الجنة (ابو داؤد

'যে তিনটি মেয়ের লালন পালন করে, তাদেরকে উত্তম আচরণের শিক্ষা দেয় এবং যথাযথ ভাবে বিবাহ দেয়, তার জন্য আছে জান্নাত।' (আবু দাউদ-৫১৪৭)

অন্য হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূল-ﷺ বলেছেন:

من عال ثلاث بنات او مثلهن من الاخوات فادبهن و رحمهن حتى يغنيهن الله اوجب الله له الجنة (شرح السنة

'যে তিনটি কন্যা অথবা বোনের লালন পালন ও ভরণ পোষণ করে সহানুভূতির সাথে, অতঃপর তারা সমস্যা মুক্ত হয়ে যায়, তার জন্যে সে জান্নাতে যাবে। (শারহুস সুন্নাহ-৩৪৫৭)-বর্ণনাকারী বলছে, এ কথা শুনে এক ব্যক্তি বললো হে আল্লাহর রাসূল-ﷺ, কারো যদি দুটি মেয়ে থাকে? বললেন সেও জান্নাতে যাবে। বর্ণনাকারী আরো বলেন, যার একটি মাত্র কন্যা থাকে, তাকে যথা যত্ন সহকারে বড় ক'রে তোলে, সেও যাবে জান্নাতে। (শারহুসসুন্নাহ-৩৪৫৭) (তবে এই হাদীস টি দুর্বল।)

সমাজে কন্যা-সন্তানের বিষয়ে যে অনুদারতা ও অনুৎসাহ ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, সেখানে এমন উদার ও মানবিক দৃষ্টিকোণ ইসলামই দিয়েছে, সে বিষয়ে জনমনকে সজাগ করা দরকার। কন্যা-সন্তানের ইসলামের দেয়া এমন মর্যাদা ও অনুপম আদর্শিক দৃষ্টিকোন মানব কল্যাণে কার্যকর হলে দেশ ও সমাজের মঙ্গল হওয়ার কথা।

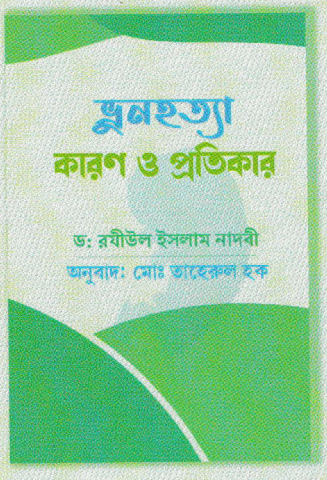

বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট
কলকাতা-১৩